1) শ্রীরামপুর ত্রয়ী বলতে কী বোঝো? শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর অবদান?

⇒ ১৭৯৩ খ্রিঃ লন্ডন ব্যাপটিস্ট সোসাইটির নির্দেশে জন টমাসের অনুপ্রেরণায় উইলিয়াম কেরী ভারতবর্ষে আসেন. পরে মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের প্রচেষ্টায় অল্প সময়ের মধ্যে ১৮০০ খ্রিঃ শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়. উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডের প্রচেষ্টায় খুব কম সময়ের মধ্যেই শ্রীরামপুর মিশন নানা দিক থেকে উন্নতি লাভ করে।

এই মিশন বাংলা শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে, এ কারণে কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ডকে শ্রীরামপুর ত্রয়ী নামে অভিহিত করা হয়।

অবদান :

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে শ্রীরামপুর মিশনারী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরূপ বাঁধে. শিক্ষা প্রসারের নামে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা করলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের এলাকা থেকে বের করে দেয় তাই ১৭৯৯ খ্রিঃ মিশনারী সম্প্রদায় কোম্পানির কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দিনেমার কুঠি অঞ্চল শ্রীরামপুরে চলে যায় এবং সেখানে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠা করেন. এই শ্রীরামপুর মিশনে তিনজন ব্যক্তির ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ. তারা হলেন — উইলিয়াম কেরী, মার্শম্যান ও ওয়ার্ড। তাই এই তিনজনকে একত্রে শ্রীরামপুর ত্রয়ী বলা হয়।

শিক্ষাবিস্তারে শ্রীরামপুর ত্রয়ী যেসকল ভূমিকাগুলি গ্রহণ করেছিল তা নিম্নে আলোচনা করা হল —

(i) শ্রীরামপুর প্রেস স্থাপন :

যীশুর বাণী এ দেশে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে শ্রীরামপুর ত্রয়ী ১৮০০ খ্রিঃ প্রেস বা ছাপাখানা স্থাপন করেন. স্যার চার্লস উইলকিন্স বাংলা ছাপার হরফ তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন, তার উৎসাহ ও নির্দেশে পঞ্চানন কর্মকার বাংলা ছাপার হরফ তৈরি করেন. এই প্রেস থেকে যত বই ছাপা হয় তার মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থের সংখ্যাই বেশি.

(ii) বাংলা গদ্যের প্রসার :

উইলিয়াম কেরী বাইবেলের প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্যের অনুশীলনের শুরু করেন. বাংলা গদ্যের রচনার কাজে সুবিধা সৃষ্টির জন্য তিনি বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান রচনা করেন,

(iii) উইলিয়াম কেরী কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থ প্রকাশ :

উইলিয়াম কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাজে যোগদান করার পর তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। যেমন– ইতিহাস মালা, কথোপকথন প্রভৃতি।

(iv) সাময়িক পত্রের মাধ্যমে বাংলা গদ্যের চর্চা :

বাংলা সমসাময়িক পত্রের প্রকাশেও শ্রীরামপুর ত্রয়ী ছিল অগ্রণী। তাদের চেষ্টায় 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়, ধর্মীয় আলোচনায় ছিল এই সমসাময়িক পত্রের প্রধান বিষয়। সমাচার দর্পণ শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। খুব অল্প সময়ের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের চেষ্টায় একাধিক বাংলা সমসাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়। ফলে বাংলা গদ্যের চর্চা আরও সম্প্রসারিত হয়েছে।

(v) গ্রাম ও অনুন্নত অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা :

শ্রীরামপুর ত্রয়ীর চেষ্টায় অনুন্নত অঞ্চলে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্শম্যানের চেষ্টায় শ্রীরামপুরে স্থানীয় ছেলেমেয়েদের জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং যশোহরে চারটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

(vi) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পথ নির্দেশ :

শ্রীরামপুর ত্রয়ীর শিক্ষাপ্রচারের অন্যতম বিশেষ লক্ষ্য শুধুমাত্র ধর্মপ্রচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার পথ নির্দেশ করেছিল।

(vii) শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা :

শ্রীরামপুর ত্রয়ীর শিক্ষাপ্রচারের অন্যতম বিশেষ কৃতিত্ব হল 1818 খ্রি: শ্রীরামপুর কলেজে প্রতিষ্ঠা। এই কলেজে তারা ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ধর্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেছেন।

(viii) পাঠক্রম ও শিক্ষার মাধ্যম :

এই বিদ্যালয় গুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা হয়েছিল। মার্শম্যান বিদ্যালয় গুলিতে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, ভূগোল, গণিত প্রভৃতি বিষয় পড়ার পরিকল্পনাটি নেওয়া হয়েছিল।

(x) স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার :-

স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রচেষ্টা ছিল প্রশংসনীয়। সে সময় মেয়েদের পড়াশোনার কথা কেউ চিন্তা করত না। অন্ধ কুসংস্কার ও নিরক্ষরতায় ছিল নারী জীবনের একমাত্র সম্বল। শ্রীরামপুর ত্রয়ীর চেষ্টায় বিভিন্ন অঞ্চলে সর্বমোট ৩০টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় শিক্ষা সাহিত্য সামসাময়িক পত্র প্রকাশ, কলেজ স্থাপন, স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি সকল দিকে শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রভাব ব্যাপক ভাবে হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ও সাহিত্যের প্রচার তারাই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাই বাংলায় নব যুগের সূচনায় তাদের ভূমিকা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয়।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব বলতে কী বোঝো?

⇒ 1813 সালের সনদ আইনে 43 নং ধারায় বলা হয়েছিল সাহিত্যের পুনঃজীবন ও উন্নয়ন সাধন, দেশীয় ব্রিটিশ ভারতীয় অর্থাৎ ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহদানে ও ব্রিটিশ ভারতীয় অধিবাসীদের বিজ্ঞান শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য কোম্পানি প্রতিবছর 1 লক্ষ টাকা ব্যয় করবে, 1813- 25 খ্রিঃ পর্যন্ত এই ব্যাপারে সরকারের কোনো বিশেষ প্রচেষ্টা দেখা যায়নি, তাই 1828 খ্রিঃ G.C.P.I (General committe public Instruction) নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়, এই কমিটির উপর শিক্ষার ব্যয়ভার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সদস্যদের মধ্যে উঠে আসে মতবিরোধ, একদল প্রাচ্যবাদী যারা প্রাচ্য শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলেন, আর একদল পাশ্চাত্যবাদী পাশ্চাত্য শিক্ষা উন্নয়নের কথা বলেন,

তাই বার্ষিক 1 লক্ষ টাকা শিক্ষার কোন খাতে ব্যয় করা হবে তা নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব নামে পরিচিত,

---

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব নিরসনে মেকলে মিনিটের ভূমিকা?

⇒ **মেকলে মিনিট:-**

1813 সালে সনদ আইনের 43 নং ধারায় শিক্ষার উন্নয়নের জন্য 1 লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কিন্তু সেই টাকা শিক্ষার কোন খাতে ব্যয় হবে তা নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যবাদীদের মধ্যে দ্বন্দ্বর শুরু হয়ে এর ফলে শিক্ষার উন্নয়নের কাজে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই তখনকার বড়লাট লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব নিরসনে ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য দায়িত্ব দেন লর্ড মেকলেকে মেকলে এ বিষয়ে 1835 খ্রিঃ 2 রা ফেব্রুয়ারি একটি সুদীর্ঘ বিবরণী পেশ করেন যা মেকলে মিনিট নামে পরিচিত,

● প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব নিরসনে মেকলে মিনিটের ভূমিকা/ সুপারিশ

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিক লর্ড মেকলেকে দায়িত্ব দেন, মেকলে 1835 খ্রিঃ 2রা ফেব্রুয়ারি তার প্রতিবেদন প্রকাশ পেশ করেন, এই প্রতিবেদন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব নিরসনের যে বিষয়গুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলি হল —

(i) দেশীয় ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য:-

দেশীয় বা মাতৃভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন দেশীয় ভাষাগুলি অত্যন্ত দীন ও অমার্জিত তিনি মনে করেন —

"A single self of a good European library is worth the whole native literature of India and Arabia".

অর্থাৎ, ইউরোপের যে কোনো একটি গ্রন্থাগারের একটি তাকে যে সাহিত্য সম্পদ রয়েছে তা ভারত ও আরব দেশের সাহিত্য ভাণ্ডারের সমান,

মেকলে চেয়েছিল "এমন একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে তুলতে যা রক্ত ও বর্ণের দিক থেকে ভারতীয় হলেও রুচি, মতাদর্শ, নীতি ও বুদ্ধির দিক থেকে খাঁটি ইংরেজ হবে",

(ii) শিক্ষার উদ্দেশ্য :-

মেকলে কেবলমাত্র অভিজাত ও মধ্যবিত্তদের ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করার কথা বলেছেন, তাদের কাছ থেকে ক্রমশ জনসাধারণের মধ্যে চুঁইয়ে নামবে,

(iii) শিক্ষার বিষয়বস্তু :-

ভারতীয় শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতি.

(iv) শিক্ষার মাধ্যম :-

শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি, তিনি দেশীয় ভাষার পক্ষপাতী ছিলেন না, তাই তিনি দেশীয় ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন দেশীয় ভাষাগুলি অত্যন্ত দীন ও অমার্জিত,

ইংরেজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার তিনি কিছু যুক্তি দেখিয়েছিলেন —

(i) ইংরেজি ভাষা পাশ্চাত্য ভাষাসমূহের মধ্যে প্রধান,
(ii) ইংরেজি ভাষা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের চাবিকাঠি,
(iii) ইংরেজি ভাষা না শিখলে ভারতীয়রা সরকারি কাজকর্মে অংশ নিতে পারবে না,

(v) সরকারি নীতি :-

সরকার অকেজো দেশীয় বিদ্যালয়গুলি বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, এর ফলে যে অর্থের সাশ্রয় হবে তা পাশ্চাত্য শিক্ষার উন্নতি কল্পে খরচ করতে পারবে,

মেকলে মিনিটের সমালোচনা :—

ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য মেকলে স্বদেশী ও বিদেশী সকলের কাছ থেকে সমানভাবে প্রশংসা লাভ করেছেন,

(1) অনেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য মেকলেকে নতুন যুগের আলোকবার্তা বাহী বলে অভিহিত করেছেন,

(2) অনেকের মতে ইংরেজি শিক্ষা প্রসারে করতে গিয়ে মেকলে এদেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দিয়েছিল,

(3) মেকলে গণশিক্ষা প্রসারের কথা বলেনি,

(4) তিনি চেয়েছিলেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন উচ্চ শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষিত করতে,

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

(৯) মেকলের সবচেয়ে নিন্দনীয় কাজ হল দেশীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ধর্ম সম্পর্কে বদমর্ম উক্তি।

সুতরাং, ভারতীয় শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে মেকলের চিন্তাধারা একেবারেই সংকীর্ণ ও পক্ষপাতমূলক তিনি ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্যকে কোনো প্রকার গুরুত্ব না দিয়ে জোর করে শিক্ষার মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয় ঘটানোর মনোভাব ছিল না। তিনি সব সময়েই প্রাচ্য ভাবধারাকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করেছেন।

লর্ড বেন্টিক এর শিক্ষানীতি :-

1835 সালে অ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তার বিখ্যাত বিবরণীটি পেশ করেছিল। মেকলে যখন তার প্রসিদ্ধ প্রস্তাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়েছিলেন আবার সে সময় অ্যাডাম তার বিবরণীরণীকে মধ্যে জানিয়েছিলেন লার্ড উইলিয়াম বেন্টিক মেকলের প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। তার উপর ভিত্তি করে 1835 খ্রিঃ মার্চ মাসে তিনি কিছু প্রস্তাব পেশ করেন।

বেন্টিকের শিক্ষা সম্পর্কিত প্রস্তাব :-

1) ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারের কর্তব্য হচ্ছে ভারতে ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার আয়োজন করা। সেজন্য যা কিছু অর্থ শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে তা সব এজন্যই ব্যয়িত হবে।

2) দেশীয় শিক্ষার প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ করানো হলেও ঐ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নতুন করে আর কোনো অর্থ সাহায্য হবে না।

3) প্রাচ্য ভাষায় লেখা কোনো পুস্তক প্রকাশের জন্য আর কোনো সরকারি অর্থ ব্যয় করা হবে না।

4) শিক্ষাক্ষেত্রে কেবলমাত্র ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাই প্রবর্তন করতে হবে এবং তা ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে।

ইংরেজি ভাষা প্রবর্তনে বেন্টিকের অবদান :-

ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে মেকলেই অগ্রগণ্য ছিলেন, কিন্তু ওই ব্যাপারে উইলিয়াম বেন্টিকের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৫ সালে মেকলে মিনিট ইংরেজি প্রবর্তনের নির্দেশদান করার পর ওই সালেই মার্চ মাসেই উইলিয়াম বেন্টিক ওই নির্দেশ মেনে তা বাস্তবে প্রয়োগ করেন।

বেন্টিক এর শিক্ষানীতির বৈশিষ্ট্য :-

বেন্টিকের শিক্ষানীতির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল—

(1) অ্যাডাম ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যময় দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাগুলো তুলতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বেন্টিক অ্যাডামের সুপারিশগুলি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

(2) মেকলে অনুবিন্দুন ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাও ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। বেন্টিঙ্ক মেকলের এই নির্দেশ অক্ষরে গ্রহণ করেছিলেন

(3) শিক্ষা সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল তা সুষ্ঠু সমাধান করেন উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক।

(4) সরকারি সিদ্ধান্তের ফলে প্রথমে বাংলা দেশে পরে গোটা ভারতে ইংরেজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হয়।

সনদ আইন

1765খ্রিঃ পরবর্তী বছর গুলিতে কোম্পানির ভারতস্থ উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ধর্ম, সংস্কৃতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে উপর নিরপেক্ষ নীতি অনুসার করে ও দেশীয় শিক্ষার উৎসাহ দেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তারা নতুন ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রসর হলেন। কোম্পানির এই পরিকল্পনায় সনদ আইন বা চ্যার্টার অ্যাক্ট নামে পরিচিত, ১৮১৩খ্রিঃ

এই সনদ আইনে প্রতি 20বছর অন্তর নতুন করে সনদ নেওয়ার নীতি ছিল,

সনদ আইনের প্রস্তাব:-

সনদ আইনের প্রস্তাব হল সাহিত্যের পুনঃজীবনও উন্নয়ন দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহদান এবং ব্রিটিশ ভারতীয় আদিবাসীদের বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য কোম্পানিকে প্রতিবছর ১ লক্ষ টাকা খরচ করতে হবে,

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

সনদ আইনের গুরুত্ব :-

ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসের সনদ আইন বা চ্যাটার্ড অ্যাক্ট (1813) খ্রিঃ এর গুরুত্ব হল —

◫ ভারতীয় শিক্ষার দায়িত্ব ও প্রতিবছর 1 লক্ষ টাকা বরাদ্দ :

কোম্পানিকে ভারতীয় শিক্ষার দায়িত্ব নিতে এবং শিক্ষার মতে প্রতিবছর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেওয়া হল।

◫ মিশনারীদের ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তারে স্বাধীনতাদান :

1813 সালে সনদ আইনে মিশনারীদের ধর্ম প্রচার ও শিক্ষাবিস্তারে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ফলে মিশনারীরা পুরোদমে পুস্তক প্রকাশ, নারীশিক্ষা বিস্তার, অনাথ আশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কাজ শুরু করেন।

◫ ভারতীয় শিক্ষার দায়িত্ব :-

1813 সালের সনদ আইনের আংশিকভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল যে ভারতবাসীর শিক্ষার দায়িত্ব তৎকালীন ভারতশাসক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির।

◫ ভারতীয় শিক্ষায় সরকারি অর্থবরাদ্দ :-

1813 খ্রিঃ সনদ আইনের শিক্ষাবিধানকে ভারতে সরকারি ভাবে শিক্ষা বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ বলা যেতে পারে, কারণ এখানেই প্রথম শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়।

◫ একযুগের অবসান অপর যুগের প্রারম্ভ :-

1813 খ্রিঃ সনদ আইনকে ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একযুগের অবসান ও অপর যুগের আরম্ভ বলে ধরা হয়ে থাকে, কারণ ওই সনদের দ্বারা ভারতীয়দের শিক্ষাদান কোম্পানির কর্তব্যের মধ্যে ধার্য হল এবং বছরে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ ব্যয় বাধ্যতামূলক হল।

◫ পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পথকে সুগম :-

এই সনদ আইনে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পথকে অনেকখানি সুগম করে দিয়েছিল। অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবেশকে একধাপ এগিয়ে দিয়েছিল।

◫ আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন :-

1813 সালের সনদ আইন আধুনিক ভারতীয় শিক্ষার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিল।

ইংরেজি ভাষার সরকারি স্বীকৃতি :-

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিকাশ করে ভাষা মাধ্যম হিসাবে ইংরেজি ভাষা সরকারি স্বীকৃতি অর্জন করে।

সনদ আইনের ত্রুটি :-

1813 সালের সনদ আইনের বেশ কিছু ত্রুটি ছিল তা হল—

(i) সাহিত্য সম্পর্কে পরিষ্কার ও সুস্পষ্ট ধারণা অভাব ছিল।

(ii) বিজ্ঞান শিক্ষার বিষয় সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা ছিল।

(iii) শিক্ষার মাধ্যম কী হবে তা নিয়ে সংশয় ছিল।

সনদ আইনের এই সকল ত্রুটির জন্য পরবর্তী কালে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সংশয় ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। এই সনদ আইনকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে একযুগের অবসান ও অপর যুগের প্রারম্ভ ধরা হয়ে থাকে।

লর্ড বেন্টিং এর শিক্ষানীতি :-

⇒ 1835 সালে অ্যাডাম দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তার বিখ্যাত বিবরণীটি পেশ করেছিলেন। মেকলে যখন তার প্রসিদ্ধ মেকলে মিনিটে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে যুক্তি দিয়ে ছিলেন, আর সে সময় অ্যাডাম ও তার বিবরণীতে দেশীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু এই দুই পরস্পর বিরোধী বিবরণীর মধ্যে তদানীন্তন বড়োলাট লর্ড বেন্টিং মেকলের নির্দেশগুলি মেনে নেন। তার উপর ভিত্তি করে 1835 খ্রিঃ মার্চ মাসে কতগুলি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব নিরসনে অ্যাডামস রিপোর্টের ভূমিকা ?

=> বার্ষিক 1 লক্ষ টাকা শিক্ষার কোন খাতে ব্যয় হবে তা নিয়ে যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছিল সেই সময়ে স্কটল্যান্ডে মিশনারী পাদ্রি উইলিয়াম অ্যাডামস তৎকালীন শিক্ষা সমস্যার সমাধানের জন্য অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বুঝেছিলেন কোনো নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গেলে পুরাতন বা দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করা প্রয়োজন, তিনি 1818 খ্রিঃ ভারতে আসেন.

বাংলাদেশের গ্রাম্য শিক্ষাব্যবস্থা অনুসন্ধানের জন্য 1829-1834 সালে দুইবার উইলিয়াম বেন্টিং এর কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু তাতে তিনি প্রত্যাখ্যিত হয়েছিলেন, 1835 খ্রিঃ তিনি তৃতীয়বার প্রস্তাব করেন এবং তাতে তিনি সমীক্ষার অনুমতি পান, তাই তিনি 1835-38 খ্রিঃ পর্যন্ত তিনবছর ধরে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করলেন, তিনটি শিক্ষা বিবরণী দাখিল করেন, 1835 খ্রিঃ দুটি ও 1838 খ্রিঃ একটি বিবরণী সরকারের কাছে পেশ করেন, এটি ইতিহাসে অ্যাডামসের রিপোর্ট নামে পরিচিত.

শিক্ষা সম্বন্ধিত বিবরণী

(i) প্রথম বিবরণী :-

1835 খ্রিস্টাব্দে 1 জুলাই তিনি প্রথম বিবরণীটি পেশ করেন, এই বিবরণীতে তখনকার বাংলাদেশে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা ছিল 1 লক্ষ, অ্যাডাম স্কুল বলতে আধুনিক সুসংগঠিত স্কুলকে বোঝাননি, তৎকালীন সমাজে যতরকম শিক্ষাচর্চার আয়োজন ছিল সবগুলিকে বিদ্যালয় বলে অবহিত করেছেন.

(ii) দ্বিতীয় বিবরণী :-

অ্যাডাম দ্বিতীয় বিবরণীটি 1835 খ্রিঃ 23 ডিসেম্বর পেশ করেছিলেন, এই বিবরণীতে রাজশাহি জেলার নাটোর থানার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে. বিবরণীতে 485টি গ্রামে 26টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল, নাটোর থানা অঞ্চলে তিনি 38টি সংস্কৃত টোলের সন্ধান পেয়েছিলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মাসিক বেতন ছিল সাড়ে পাঁচ টাকা.

(iii) তৃতীয় বিবরণী :-
১৮৩৮ খ্রিঃ অ্যাডাম তৃতীয় বিবরণীটি সরকারের কাছে পেশ করেন। এই বিবরণীতে বাংলা ও বিহারের শিক্ষাব্যবস্থার বিবরণ রয়েছে। এই বিবরণীতে পাঁচটি জেলার 2567 টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 30915 জন পাঠগ্রহণ করত।

অ্যাডামস রিপোর্টের সুপারিশ

অ্যাডাম লিখেছিলেন যে বিদ্যালয়গুলির মানের নিম্নতার জন্য এগুলির আগে সংস্কার দরকার, এর জন্য তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ সহ কয়েকটি পরিকল্পনা পেশ করেন। তাঁর প্রধান সুপারিশগুলি হল ——

(i) প্রথমে এক বা একাধিক ছেলেকে নির্বাচন করে সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থায় পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

(ii) প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্র ও শিক্ষকদের ব্যবহারের জন্য প্রথম থেকে চতুর্থ শ্রেণীর উপযোগী বাংলা, হিন্দি ও উর্দু পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে হবে।

(iii) প্রত্যেক জেলায় শিক্ষা পরিকল্পনা সুষ্ঠু রূপায়নের জন্য একজন পরিদর্শক নিযুক্ত করতে হবে।

(iv) শিক্ষকদের মধ্যে পুস্তক বিতরণ করে সেগুলি তাদের পড়তে ও পড়াতে উৎসাহ দিতে হবে।

(v) শিক্ষকদের শিক্ষার জন্য আদর্শ নরমাল স্কুল স্থাপন করতে হবে।

(vi) শিক্ষকরা যাতে তাদের জ্ঞান ছাত্রদের প্রদান করেন এর জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

(vii) শিক্ষকগণ ছাত্রদের পরীক্ষাগ্রহণ ও বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণের প্রস্তাব করেন।

মূল্যায়ন :-

তৎকালীন সরকারের দ্বারা অ্যাডামের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তার শিক্ষাব্যবস্থায় তার পরিকল্পনা ও সুপারিশ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছিল। তার বিবরণীতে সর্বপ্রথম এক জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়েছিল। অ্যাডামের রিপোর্ট অগ্রাহ্য করার ফলে গণশিক্ষার উপর সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। একটি স্বাভাবিক গণশিক্ষার মৃত্যু হয়েছিল। ফলে দীর্ঘকাল দেশের জনসাধারণগণ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হয়েছিল।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

উডের ডেসপ্যাচ (সুপারিশ ও গুরুত্ব)

১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে সনদ আইনের পর থেকে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে নানান সমস্যা দেখা দিয়েছিল, প্রায় ৪০ বছর বাদে ১৮৫৪ খ্রিঃ ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ শিক্ষা নির্দেশনা প্রকাশিত হয়, এর সভাপতি ছিলেন উড সাহেব, তাই এটি ইতিহাসে উডের ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত, ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষাসংক্রান্ত এতদিন যেসকল ডেসপ্যাচ প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম ছিল উডের ডেসপ্যাচ,

সুপারিশ :-

Board of control এর সভাপতি উড সাহেবের নেতৃত্বে যে শিক্ষানীতি ১৮৫৪ খ্রিঃ প্রকাশিত হয়েছিল তা উডের ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত, এই ডেসপ্যাচে মূল সুপারিশ গুলি ছিল —

(i) পৃথক শিক্ষাবিভাগ স্থাপন :

ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ ছিল বাংলা, মাদ্রাজ, মুম্বাই, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব এই পাঁচটি স্থানে একটি করে পৃথক শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করা হবে এবং এই বিভাগের প্রধান হবে জনশিক্ষা অধিকারিক,

(ii) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন :

উডের ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের পক্ষে সবথেকে লাভজনক সুপারিশটি হল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, উড সাহেব কলকাতা, মুম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করে মোট তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরামর্শ দেন,

(iii) প্রাথমিক শিক্ষা :

উডের ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল প্রাথমিক শিক্ষাসংক্রান্ত সুপারিশ, এখানে মেকলে মিনিটের 'চুইয়ে পড়া নীতি'-কে সম্পূর্ণ বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়, প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়,

(iv) শিক্ষক শিক্ষণ :

শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তার উপরেও এই ডেসপ্যাচের গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষকদের জন্য পৃথক পৃথক শিক্ষক শিক্ষণ বিদ্যালয়ের সুপারিশ করা হয়,

(v) Grant-In-Aid (অনুদান প্রথা):

উড সাহেব জনশিক্ষার গতি দ্রুত করার জন্য অনুদান ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলেন, বেসরকারি বিদ্যালয়গুলিকে শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমে সরকারি অনুদান দেওয়ার কথা বলা হয়, তবে যেসব বেসরকারি বিদ্যালয় অনুদান চাইবে তাদের বিদ্যালয় পরিচালনা, শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রসংখ্যা প্রভৃতি বিষয়ে সরকারি শর্ত পালন করতে হবে,

(vi) নারী শিক্ষা:

নারী শিক্ষা দ্রুত বিস্তারের জন্যও উডের ডেসপ্যাচে সুপারিশ করা হয়, এই ডেসপ্যাচে বালিকাদের শিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় সুপারিশ করা হয়। Grant in aid প্রথার সাহায্যে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে,

(vii) বৃত্তিশিক্ষা:

এই ডেসপ্যাচে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষার জন্য সুপারিশ করা হয়, বৃত্তিশিক্ষার জন্য বিভিন্ন বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার কথা বলা হয়,

(viii) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা:

ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে যে তার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা থাকলেও ভারতের মতো বহু ধর্ম প্রচলিত দেশে কোনো বিশেষ শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়, তাই সরকারি বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার কথা বলা হয়েছে,

(ix) মুসলিম শিক্ষা:

উড সাহেব অনুভব করেছিলেন যে ভারতবর্ষে জনসংখ্যার বিচারে মুসলিমদের অবস্থানও অবহেলার নয়, তাই মুসলিমদের জন্যও এক বিশেষ শিক্ষা দেওয়া দরকার, মুসলিমদের পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থাও সরকারি অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে,

মূল্যায়ন:

উডের ডেসপ্যাচ ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, এই ডেসপ্যাচে আধুনিক ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত রূপ প্রথম পাওয়া যায়,

এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জেমস বলেছেন —
"ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এর আগে যা ঘটেছে উডের ডেসপ্যাচে তার পরিণতি পেয়েছে,

ড. সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণান উডের ডেসপ্যাচের প্রশংসা করেছেন,

ঐতিহাসিক জেমস এই ডেসপ্যাচকে ইংল্যান্ডের 'ম্যাগনাকার্টার' (Magna carta) সঙ্গে তুলনা করেছেন,

▨ উডের ডেসপ্যাচের গুরুত্ব :-

সমসাময়িক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও উন্নয়নে উডের ডেসপ্যাচের অবদান অনস্বীকার্য। ঐতিহাসিক জেমস, রবিকৃষ্ণান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ এই ডেসপ্যাচের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবদানগুলি রয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হল —

(i) এই ডেসপ্যাচে সর্বপ্রথম ইংরেজ সরকারের শিক্ষানীতি ঘোষণা করা হয়েছিল।

(ii) এখানে সর্বপ্রথম শিক্ষার উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছিল।

(iii) এই ডেসপ্যাচে মেকলের 'চুঁইয়ে পড়া নীতি'—কে নিন্দা বা বাতিল করা হয়েছিল তার পরিবর্তে মেকলের গণশিক্ষার নীতিকে গ্রহণ করা হয়েছিল।

(iv) উডের ডেসপ্যাচে Grant in aid প্রথার উল্লেখ রয়েছে, যা বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে।

(v) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে।

(vi) শিক্ষাক্ষেত্রে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(vii) এই ডেসপ্যাচে শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষ নীতি গৃহীত হয়েছিল।

(viii) এই ডেসপ্যাচে সরকারি সাহায্য নীতির ফলে বেসরকারি দেশীয় উদ্যোগের পথ প্রশস্ত হয়েছিল।

▨ উডের ডেসপ্যাচের ত্রুটি/সীমাবদ্ধতা :-

উডের ডেসপ্যাচে উপরের উল্লিখিত থাকলেও এর বেশ কিছু ত্রুটি বা সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় —

(i) এই ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের আশা আকাঙ্খার কথা প্রকাশ পায়নি।

(ii) এই ডেসপ্যাচে ভারতীয়দের শিক্ষাগত স্বার্থ পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়নি।

(iii) মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করতেই হবে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

(iv) দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়নের কোনো প্রচেষ্টা এখানে করা হয়নি।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

(v) জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে কোনো সুপারিশ এখানে করা হয়নি।

সুতরাং, পরিশেষে বলা যায় প্রকৃতপক্ষে ভারতে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদি শক্ত ভীতের ওপর স্থাপন করতে ও বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংরেজ সরকার এ দেশের শিক্ষানীতি নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, ভারত শাসনের জন্য সুলভে এক শ্রেণীর কর্মচারী সৃষ্টি করাই ছিল ইংরেজ নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

হান্টার কমিশন

1854 সালে উডের ডেসপ্যাচে প্রাথমিক ও দেশজ শিক্ষার উন্নতির জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এই ডেসপ্যাচের ভাবধারাকে অবহেলা করে প্রাথমিক ও দেশজ শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু উচ্চশিক্ষা ও সরকারি স্কুল কলেজগুলিতে অব্যাহত রইল অবহেলিত হল। তাই সরকার প্রথমে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতিতে চিন্তাভাবনা করেন। এই পরিস্থিতিতে তৎকালীন ভাইসরয় 1882 খ্রিঃ 3রা ফেব্রুয়ারি একটি শিক্ষা পরিকল্পনা গঠন করলেন লর্ড রিপন ভারতীয় শিক্ষা কমিশন। এই কমিশন স্যার উইলিয়াম হান্টারের নেতৃত্বে গঠিত হয়েছিল বলে এটি হান্টার কমিশন নামে খ্যাত।

1883 খ্রিঃ কমিশন 222টি প্রস্তাব সমন্বিত 600 পৃষ্ঠার একটি সুবিশাল রিপোর্ট পেশ করেন।

হান্টার কমিশনের উদ্দেশ্য :-

1. কমিশনের কাজ হল সরকারি মিশনারী ও ভারতীয় প্রয়াসে প্রাথমিক শিক্ষা, নারী শিক্ষা, মুসলিম শিক্ষা ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের শিক্ষায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া।

2. প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করা।
3. মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে সুপারিশ করা।
4. ভারতের অতীত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা।

হান্টার কমিশনের সদস্যগণ :-

লর্ড রিপনের নির্দেশ অনুযায়ী হান্টার সাহেবের সভাপতিত্বে এই কমিশনটি গঠিত হয়, 20 জন সদস্য নিয়ে এই কমিশনটি গঠিত হয়েছিল, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন — আনন্দমোহন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মহারাজা জ্যোতিন্দ্রমোহন ঠাকুর, সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

হান্টার কমিশনের সুপারিশ :-

ক. প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ :

কমিশন প্রাথমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যেকোনো জাতীয় ব্যবস্থায় প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার ও উন্নয়নের প্রতি সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কমিশন আর্থিক সুব্যবস্থা, পাঠক্রম, শিক্ষক শিক্ষণ পরিচালনা প্রভৃতি বিষয়ে মোট 36টি সুপারিশ করেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল —

1) উদ্দেশ্য :-

কমিশনের মতে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি হল —

(i) সরকারি অনুদান প্রাপ্ত সকল বিদ্যালয় গুলিতে ধর্ম বর্ণ জাতি নির্বিশেষে ছাত্র ছাত্রীদের ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

(ii) অনুন্নত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো।

(iii) প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বিদ্যালয় পরিদর্শক নিয়োগ,

(iv) দেশীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিকে প্রাথমিক বিদ্যালয় রূপে পরিচিতি দান।

2) পাঠক্রম :-

জীবনের পক্ষে যা প্রয়োজনীয় সেইসব বিষয় পাঠক্রমে থাকবে,

(i) দেশীয় গণিত
(ii) হিসাব
(iii) জমি জরিপ
(iv) প্রাথমিক ও সাধারণ বিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান
(v) স্বাস্থ্য বিজ্ঞান প্রভৃতি।

3) শিক্ষার মাধ্যম :-

কমিশন বলেন প্রাথমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে আঞ্চলিক ভাষা বা মাতৃভাষা।

4) শিক্ষক শিক্ষণ :-

কমিশন শিক্ষক শিক্ষণের উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন যে প্রত্যেক মহকুমা পরিদর্শকের তত্ত্বাবধানে অন্তত একটি করে শিক্ষক শিক্ষণ স্কুল থাকা প্রয়োজন।

5) পরীক্ষা ব্যবস্থা :-

পরিদর্শক গণ দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সংগতি রেখে নিজেরা পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন।

6) প্রশাসন :-

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠান গুলি নিজ নিজ এলাকার জন্য একটি শিক্ষাবোর্ড গঠন করবেন। শিক্ষা পরিচালনার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে এই বোর্ডের উপর ছেড়ে দেওয়া হবে।

7) অর্থব্যবস্থা :-

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য কমিশন অর্থ ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি মূল্যবান সুপারিশ করেন। সেগুলি হল —

(i) প্রত্যেক জেলা ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য একটি বিশেষ তহবিল সংরক্ষণের পরামর্শ দিতে হবে।

(ii) শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকতর পদ্ধতি অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(iii) প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য এক তৃতীয়াংশ ব্যয়ভার আদেশিক সরকারকে বহন করতে হবে।

(iv) আদেশিক রাজস্ব থেকে একটা বড় অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে।

মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ :-

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে হান্টার কমিশন যে সকল সুপারিশ গুলি করেছিল। সেগুলি হল —

1) শিক্ষার উদ্দেশ্য :-

(i) মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষায় সরকারি হস্তক্ষেপের পরিবর্তে অপসারণ নীতি প্রয়োগ ও সাধারণের প্রচেষ্টার দ্বারা শিক্ষাবিস্তার ঘটানো।

(ii) মাধ্যমিক শিক্ষা পরিচালনায় সরকার সক্রিয় ভূমিকা নেবেন না। ধীরে ধীরে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ বার্থ হবে।

(iii) বেসরকারি প্রচেষ্টায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠবে।

(iv) বেসরকারি প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় পরিচালক সমিতিকে নিজ নিজ স্কুলের বেতনের হার নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

2) পাঠ্যক্রম ও পাঠসূচী :-

মাধ্যমিক শিক্ষা ছিল অত্যন্ত পুঁথিগত শিক্ষা। মাধ্যমিক শিক্ষার পাঠক্রম ছিল একমুখী। এই শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষার স্থান ছিল না, তাই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার দ্বার মুক্ত করার জন্য মাধ্যমিক ~~স্ব~~ শিক্ষাকে দ্বিমুখী করার প্রস্তাব করেন, যা হল —

(i) 'A' কোর্স
(ii) 'B' কোর্স

(i) 'A' কোর্স :

'A' কোর্স ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ প্রবেশিকা পরীক্ষা, এটি ছিল পুরোপুরি সাহিত্য ধর্মী।

(ii) 'B' কোর্স :

'B' কোর্স হল শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক জীবনে বাস্তবধর্মী অর্থাৎ হাতে কলমে

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

3) শিক্ষার মাধ্যম :-

মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে কমিশন কোনো উল্লেখ করেননি। তাই ধরে নিতে হয় কমিশন ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে রাখতে চেয়েছিলেন।

4) সমালোচনা :-

(i) মাধ্যমিক স্তরে দ্বিমুখী শিক্ষার কথা বলা হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ঠিকমতো চালু করা হয়নি।

(ii) মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম কী হবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নেই।

(iii) মাধ্যমিক শিক্ষায় যে 'B' কোর্সটি চালু করতে চেয়েছিল তা কার্যকর হয়নি।

লর্ড কার্জনের প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ :—

বিংশ শতকের সূচনায় শিক্ষিত ভারতবাসী যখন নতুন চিন্তায় চেতনায় উদ্দীপ্ত ঠিক সেই সময় ভারতবর্ষে বড়োলাট হয়ে এলেন লর্ড জর্জ নাথানিয়েল কার্জন, তিনি ছিলেন অলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ও দক্ষ প্রশাসক। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে লর্ড কার্জন ছিলেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তি। যিনি ভারতীয়দের কাছে জাতীয়তাবাদের বিকাশ দমন করতে পারবেন।

লর্ড কার্জন ভারতবর্ষে এসে সমস্ত রকম স্তরের সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করলেন, তাঁর শিক্ষা সংস্কার ছিল সামগ্রিক কর্মধারার একটি অংশ মাত্র। তিনি শিক্ষা সংস্কারের জন্য 1901 খ্রিঃ সেপ্টেম্বর মাসে সিমলাতে শিক্ষা সম্মেলনের আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের শিক্ষা সংক্রান্ত 150টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এবং এই সম্মেলন চলেছিল 15 দিন যাবৎ।

☑ প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ :—

লর্ড কার্জন ভারতের প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সংস্কারে যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যে তাঁর বিচক্ষণতার বলিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়, প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান উন্নয়নের নীতি গ্রহণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলি হল —

(i) প্রাথমিক শিক্ষায় তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য করলেন।

(ii) প্রাদেশিক সরকার ও জেলাবোর্ডকে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে আরও অতিরিক্ত টাকা ব্যয় করতে নির্দেশ দেন।

(iii) প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠক্রমের পরিবর্তন করা হয়। পাঠক্রম হবে সহজ সরল এবং স্থানীয় জীবন পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, শরীর শিক্ষা। প্রকৃতি পাঠ ও কৃষি শিক্ষা পাঠক্রমে অন্তর্ভুক্ত হয়।

(iv) প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতার মান বৃদ্ধি করার জন্য শিক্ষক-শিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হয়ে থাকে।

(v) মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ :-

লর্ড কার্জন তার শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রে তা করেননি। মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশগুলি হল —

(i) মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরেও কার্জন শিক্ষার গুণগতমান উন্নয়নও নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসরণ করেছিলেন।

(ii) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন দানের নিয়ম কঠিন করতে বলা হয়। তিনি নিয়ম করেন যে বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি অনুমোদন না পেলে কোনো বিদ্যালয় স্বীকৃত বিদ্যালয় হিসাবে স্বীকৃতিগণ্য হবে না।

(iii) বিদ্যালয়গুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠিন নিয়ম মেনে চলতে হবে।

(iv) সরকারি অনুমোদন ছাড়া কোনো নতুন মাধ্যমিক স্কুল স্থাপন করা যাবে না।

(v) সরকারি স্বীকৃতি না থাকলে বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্য দেওয়া হবে না।

(vi) বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি পরিদর্শন চালু থাকবে।

(vii) পাঠক্রমে বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার ব্যবস্থা করে বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তন করতে বলা হয়।

(viii)

* কার্জনের মাধ্যমিক শিক্ষানীতির কয়েকটি ভালো দিক :-

(i) মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার আবশ্যিক অনুশীলন।

(ii) সরাসরি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে পড়ার ব্যবস্থা।

(iii) বিজ্ঞান শিক্ষা।

(iv) বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা।

(v) 'B' কোর্সের উপর গুরুত্ব দান।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারণ ও প্রভাব :-

Introduction :

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে ইংরেজ সরকার যে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তা কিন্তু জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা ছিল না, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা বলব তাকে যে শিক্ষার, মূল শিকড় জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে নিহিত, যে শিক্ষা সমগ্র দেশবাসীর সর্বাত্মক উন্নতি ও পরিপূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটায়, যে শিক্ষায় জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার প্রদান করে, যে শিক্ষা জাতির প্রতিটি নাগরিকের মধ্যে সমাজ চেতনা জাগিয়ে তোলে তাকে আমরা জাতীয় শিক্ষা বলে থাকি।

ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় নীতি প্রণয়নের জন্য ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে যে আন্দোলন ঘটেছিল তা জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন নামে পরিচিত।

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারণ

ইংরেজরা এদেশে আসার আগে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, সেই শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে ছিল নাড়ীর যোগ, ইংরেজরা এদেশে আসার ফলে সেই শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে, সেই কারণেই জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের দাবিতে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন গড়ে ওঠে, এই আন্দোলনের পশ্চাতে বেশ কিছু কারণ নিহিত ছিল। সেগুলি হল —

1. জাতীয় শিক্ষার দাবি অবহেলিত :-

ইংরেজ সরকার যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তাতে জাতীয় শিক্ষার দাবি অবহেলিত হয়েছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে ভারতবাসী নিজের দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভুলতে বসেছিল, ইংরেজি শিক্ষার ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ভারতবাসীর মধ্যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল, সেই কারণেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল।

2. গণশিক্ষা অবহেলা :-

ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় সকলের জন্য শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি তাদের মতে গণশিক্ষাকে অবহেলা করে উচ্চশিক্ষার জন্যই সমস্ত শক্তি ও অর্থ নিয়োগ করাই ছিল সরকারি শিক্ষানীতি।

3. ব্রিটিশদের স্বার্থপূরণ :-
ভারতীয় নেতৃবৃন্দ যখন চাইলেন শিক্ষার মাধ্যমে চিন্তা ও কর্মে স্বাধীন মানুষ তৈরি করতে ইংরেজ শাসকরা তখন নিজেদের স্বার্থে বাণিজ্য ও শাসন কার্যে সুবিধার জন্য একদল কেরানি তৈরি করতে ও উচ্চবর্ণ ও অশিক্ষিত জনগণের মধ্যে বিভেদ শুরু করেছিলেন. সেই কারণেই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল.

4. ব্যবহারিক শিক্ষা অবহেলিত :-
ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ সরকার দেশীয় ব্যবহারিক শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করেছিল. তার কারণেই এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়.

5. লর্ড কার্জনের দমননীতি :-
লর্ড কার্জনের দমননীতি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের কারণ হিসাবে গণ্য হয়. বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে স্বদেশী নেতৃবৃন্দ স্বদেশী আন্দোলন শুরু করলেন. বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা ব্যর্থ করার জন্য যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে দেশের ছাত্ররাও দলে দলে যোগ দেয়.

6. দেশীয় শিক্ষার পুনরুজ্জীবন :-
জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের একটি অন্যতম প্রধান কারণ হল দেশীয় শিক্ষা পুনরুজ্জীবন. ভারতের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা যেভাবে অবহেলিত হয়েছিল তা পুনরায় সচল করার উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন ঘটে.

7. পুঁথিগত শিক্ষার প্রবর্তন :-
ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল. তা ছিল প্রধানত পুঁথিগত তাই এই পুঁথিগত শিক্ষার পরিবর্তন ও অবসানের জন্য জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন হয়েছিল.

8. কার্জনের শিক্ষা সংকোচন নীতি :-
বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতের রাজনীতি শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে যখন ইংরেজ বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল তখন ভারতে বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড কার্জন (1899 খ্রিঃ). লর্ড কার্জনের শিক্ষা সংকোচন নীতি ভারতবাসীর মনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল যার একটি অন্যতম কারণ হল জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন.

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে নিজেদের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্রতী হলেন. অনেক বিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়. ওইসব বিদ্যালয় স্বাধীনভাবে গণশিক্ষা আন্দোলনের সূচনা হয়. জাতীয় আন্দোলনের সমানতালে আন্দোলন এগিয়ে চলে.

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রভাব :—

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী।

1. ইংরেজ শাসকদের উপর প্রভাব :

এই আন্দোলন ইংরেজ শাসনের ভীত নাড়িয়ে দিয়েছিল, ইংরেজ প্রশাসক বুঝতে পেরেছিলেন যে এই শিক্ষা আন্দোলন ভারতবাসীর পুঞ্জীভূত অসন্তোষের আত্মপ্রকাশ, তাই ভারতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও দ্রুত ভূমিকা বা পদক্ষেপ নিয়েছিল ইংরেজ সরকার।

2. ইংরেজি ভাষার পরিবর্তন :

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে সারা ভারতবর্ষে ইংরেজির পরিবর্তে একটা ইংরেজী ভাষা প্রবর্তনের জন্য বিপুল সাহায্য পরিবর্তিত হয়।

3. শিক্ষার মাধ্যম :

এই আন্দোলনের ফলে মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়।

4. গণশিক্ষা :

এই আন্দোলনের ফলে গণশিক্ষা তথা সকলের জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়।

5. বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা :

সাহিত্যমুখী শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

6. বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসার :

এই আন্দোলনের ফলে গান্ধীজির প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনার সূত্রপাত হয়েছিল।

7. নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা :

এই আন্দোলনের ফলে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন চিন্তার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়।

8. জাতীয় সমন্বয় ও সংহতি বৃদ্ধি পায় :

এই আন্দোলনের ফলে জাতীয় সমন্বয় ও সংহতি বৃদ্ধি পায়।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

BASIC EDUCATION (বুনিয়াদী শিক্ষা)

প্রবর্তক: মহাত্মা গান্ধি 1937 খ্রিঃ হরিজন পত্রিকায় বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন।

অর্থ: বুনিয়াদী শিক্ষার অর্থ হল হাতে কলমে কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা স্বনির্ভর, স্বাবলম্বী ও ভবিষ্যত জীবনের উপযোগী হয়ে উঠতে পারবে।

ভারতের আর্থিক অবস্থা যখন সঙ্কটের মুখে তখন জাতীয় শিক্ষার বুনিয়াদ গড়ে তোলার জন্য মহত্মা গান্ধি এগিয়ে এসেছিলেন তার নিজস্ব জাতীয় শিক্ষা পুনঃগঠন পরিকল্পনা নিয়ে। দারিদ্র দেশের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থার কথা চিন্তা করে যখন কংগ্রেস নেতারা দিশাহারা ঠিক সেইসময় গান্ধিজি তার বুনিয়াদী শিক্ষা পরিকল্পনা প্রকাশ পায়।

বুনিয়াদী শিক্ষার উদ্দেশ্য হল সহযোগীতার ভিত্তিতে সমাজের পুর্নগঠন, শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূলকথা হল কাজের মধ্য দিয়ে জ্ঞান আহরণ। গান্ধিজি অনুভব করেছিলেন যে গ্রামের অতীত/পুরোনো ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার প্রয়োজন। তাই তিনি বলেছিলেন —

"The scheme is a revolution in the Education of the village children."

* বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য

গান্ধিজি প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার লক্ষ্য হল —

(i) শিক্ষার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির দেহ মন ও আত্মার সুষম বিকাশ ঘটানো।

(ii) তার মতে শিক্ষার চরম লক্ষ্য ব্যাক্তিতান্ত্রিক নয়, ব্যাক্তির মধ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি আছে তার বিকাশ সাধন করা।

(iii) তাঁর মতে শিক্ষা বলতে আক্ষরিক জ্ঞান অর্জনকে বোঝায় না। ব্যাক্তিত্বের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা বলে মনে করতেন।

(iv) অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন শিক্ষার একটি অংশ বলে গান্ধিজি মনে করতেন।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

(v) গান্ধিজীর মতে আত্মসংযমের মাধ্যমে চরিত্র গঠন শিক্ষার একটি লক্ষ্য।

(vi) গান্ধিজি আত্মোপলব্ধিকেই শিক্ষার চরম লক্ষ্য বলে মনে করতেন।

— ০ —

বুনিয়াদী শিক্ষার বৈশিষ্ট্য :—

শিক্ষাকে সরাসরিভাবে অর্থনৈতিক অবস্থা ও উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য গান্ধিজি যে শিক্ষা প্রবর্তন করেছিলেন তা বুনিয়াদী শিক্ষা বা স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা নামে পরিচিত, প্রকৃতপক্ষে তিনি শিক্ষার সঙ্গে কর্মের ব্যবধান ঘোচানোর জন্যই এই শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। গান্ধি প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার যে বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় সেগুলি হল —

i) **শিল্পকেন্দ্রিক শিক্ষা :**

বুনিয়াদী শিক্ষা হবে শিল্পকেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে এই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে।

(ii) **অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক :**

এই শিক্ষাব্যবস্থা হবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক, এই শিক্ষাগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থীকে কোনোরকম ব্যয় করতে হবে না। এবং সকলকে এই শিক্ষা আবশ্যিক হবে।

(iii) **শিক্ষার মাধ্যম :**

বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা। কারণ শিক্ষার্থীরা মাতৃভাষার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারবে।

(iv) **উৎপাদনমুখী :**

বুনিয়াদী শিক্ষা হবে উৎপাদনমুখী। শিল্প থেকে যা আয় হবে তার দ্বারা শিক্ষকের বেতন দেওয়া সম্ভব হবে।

(v) **স্বনির্ভর শিক্ষা :**

এই শিক্ষা হবে সম্পূর্ণ ভাবে স্বয়ংনির্ভর শিক্ষা, এই শিক্ষার জন্য কোনো আর্থিক দায়ভার অভিভাবককে গ্রহণ করতে হবে।

(vi) **সময়কাল :**

বুনিয়াদি নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষার কাল হবে 7 বছর।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

(vii) জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত :

এই শিক্ষা হবে শিক্ষার্থীর জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা তাদের পছন্দমতো একটি শিল্প নির্বাচন করে সেই শিল্পকে কেন্দ্র করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হয়।

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম

মহাত্মা গান্ধীর মতে শিক্ষা হবে জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তিনি পাঠক্রম নির্ধারণের সময় এমন কিছু বিষয়কে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন সেগুলি শিক্ষার্থীর জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। তাঁর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রমটি হল—

1. শিল্প শিক্ষা :-

শিক্ষার্থীরা কোনো শিল্প এমনভাবে আয়ত্ত করবে, যাতে তারা ওই শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। শিল্পগুলি হল—

(i) সুতোকাটা/ তাঁতবোনা
(ii) চামড়ার কাজ
(iii) কৃষিকাজ
(iv) ছুতোরের কাজ ...

2. শিক্ষার মাধ্যম :-

শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা কারণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুকে খুব সহজে অনুধাবন করতে পারে।

3. গণিত :

ব্যবহারিক দিকে যতটুকু প্রয়োজন শিক্ষার্থীরা ততটুকু গণিত শিখবে।

4. সমাজ শিক্ষা :

ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, শাসননীতি ইত্যাদি।

5. সাধারণ বিজ্ঞান :

প্রকৃতি পাঠ, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণী বিদ্যা, শরীর বিদ্যা প্রভৃতি।

6. ব্যায়াম :

শিক্ষার্থীদের দৈহিক বিকাশের জন্য শরীরচর্চা আবশ্যিক বিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

৭. সংগীত শিক্ষা :-

শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংগীতের মধ্যে আগ্রহকে চরিতার্থ করার জন্য পাঠ্যক্রম আয়োজন করা হয়।

▨ বুনিয়াদী শিক্ষার শিক্ষণ পদ্ধতি :

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল ভিত্তি হল হস্তশিল্প। তাই গান্ধীজি এখানে হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় শেখানোর কথা বলা হয়। একে বলা হয় অনুবন্ধনীতি। এই নীতির মূলকথা হল যে একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা।

▨ বুনিয়াদী শিক্ষার গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা :

বুনিয়াদী শিক্ষা ছিল নতুন ভারত গঠনের একটি অন্যতম প্রয়াস। এই শিক্ষার দ্বারা গান্ধীজি চেয়েছিলেন ভারতীয় যুবসমাজকে অর্থনৈতিক স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে বুনিয়াদী শিক্ষার গুরুত্ব নিম্নে আলোচনা করা হল —

1. স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা :-

বুনিয়াদী শিক্ষা কোনো একটি শিল্পকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এই শিক্ষা ভারতের নাগরিকদের উৎপাদনশীল, স্বনির্ভর ও জীবনশীল করে গড়ে তুলবে।

2. শিক্ষার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি :-

বুনিয়াদী শিক্ষা সক্রিয়তা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই ধরনের আগ্রহ পরবর্তীকালে অন্য কাজেও তাদেরকে উৎসাহী করে।

3. সামাজিক চেতনাবোধের বিকাশ :-

এই শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দলগত ভাবে দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক চেতনাবোধের বিকাশ ঘটে, এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা প্রভৃতি গুণগুলি প্রকাশ পায়।

4. শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ :-

বুনিয়াদী শিক্ষার পাঠক্রম শ্রমের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তার ফলে শিক্ষার্থীদের কায়িক শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত হয়।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

5. দৈহিক বিকাশ :-
এই শিক্ষায় শরীরচর্চার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়ার ফলে শিক্ষার্থীদের সুষম দৈহিক বিকাশ ঘটে থাকে।

6. সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশ :-
বুনিয়াদী শিক্ষায় বিভিন্ন ধরনের কর্ম সম্পাদনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীল প্রতিভার উন্মেষ ঘটে।

7. 3H এর বিকাশ :-
বুনিয়াদী শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের 3H তথা Head, Hand, Heart একসঙ্গে কাজ করার ফলে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে।

8. কর্মজগতে প্রবেশ :-
এই শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা সম্যকভাবে হাতের কাজের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করে তার ফলে শিক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা কোনো না কোনো কর্মজগতে প্রবেশ করতে পারে।

9. শ্রেণিহীন সমাজ গড়ে তোলা :
এই শিক্ষার সাহায্যে শ্রেণিহীন শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলা সহজ হবে।

বুনিয়াদী শিক্ষার ত্রুটি / সীমাবদ্ধতা :-

বুনিয়াদী শিক্ষার গুণ বা গুরুত্ব থাকলেও এই শিক্ষার বেশ কিছু ত্রুটি রয়েছে সেগুলি হল —

(i) দক্ষ শিক্ষকের অভাব :
বুনিয়াদী শিক্ষা সচল রাখতে গেলে যে ধরনের অভিজ্ঞ প্রয়োজন তার অভাব ছিল। সেজন্য এই বিশেষ শিক্ষা কার্যকর হয়নি।

(ii) পরিকাঠামোগত সমস্যা :
এই শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকাঠামো কেমন হবে তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তাই এই শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করেছে।

(iii) সক্রিয়তাকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ :

বুনিয়াদী শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সক্রিয়তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে গিয়ে অন্যান্য দিকগুলি অবহেলিত হয়েছে।

(iv) কর্মের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ :

এই শিক্ষায় কর্মের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে কর্মটাই মুখ্য হয়ে যায় ও শিক্ষা তার কাছে গৌণ হয়ে পড়ে।

(v) অনুবন্ধনীতি প্রয়োগে সমস্যা :

বুনিয়াদী শিক্ষায় যে অনুবন্ধনীতির কথা বলা হয়েছে তা ~~সবক্ষেত্রে~~ সবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়।

বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে নানান শিক্ষাবিদ নানাভাবে সমালোচনা করেছেন, এই সমালোচনা সত্ত্বেও গান্ধীজীর প্রবর্তিত বুনিয়াদী শিক্ষা তৎকালীন সময়ে জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল, তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে শিল্পকে কেন্দ্র করে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হলে শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজের সুযোগ পাবে, শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগ্রত হবে, গান্ধীজী বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থা যে উদ্দেশ্য প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন তার অন্তর্নিহিত ভাবটি দেশবাসী সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি।

▣ নঈতালিম শিক্ষা :- মান-2

1942 সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের জন্য গ্রেফতার হওয়ার পর গান্ধীজি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে নতুন ভাবে চিন্তাভাবনা শুরু করেন, তার মতে শিক্ষাজীবনের নতুন পথ উন্মোচিত করবে, তাই তিনি এই শিক্ষার নতুন নামকরণ করলেন নঈতালিম বা নয়া শিক্ষা, নঈতালিম শিক্ষাটি হল বুনিয়াদী শিক্ষার সম্প্রসারিত রূপ—

নঈতালিম শিক্ষার স্তর :-

নঈতালিম শিক্ষার চারটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন—

(i) প্রাক বুনিয়াদী স্তর (7 বছরের কম ছেলেমেয়েদের শিক্ষা)
(ii) বুনিয়াদী স্তর (7-14 বছরের)
(iii) উত্তর বুনিয়াদী স্তর (14 বছরের বেশি)
(iv) প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষা

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

স্যাডলার কমিশন/ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন (1917—1919 খ্রিঃ)

উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশ ক্রমে এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 1910 সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন হলে স্বাভাবিকভাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কারের দাবি ওঠে, সেই দাবীতে 1917 খ্রিঃ লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার মাইকেল স্যাডলারের নেতৃত্বে বা সভাপতিত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কারের জন্য একটি কমিশন গঠিত হয় এই জন্য এই কমিশনকে স্যাডলার কমিশন বলা হয়। এটি আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নামে পরিচিত।

কমিশনের প্রতিবেদন :-

কমিশন দীর্ঘ 17 মাস পরিশ্রম করার পর (1917-19), 1919 সালে যে প্রতিবেদনটি পেশ করে সেই প্রতিবেদনে যে সুপারিশগুলি করা হল সেগুলি হল—

(i) মাধ্যমিক শিক্ষা
(ii) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা
(iii) শিক্ষক শিক্ষণ
(iv) নারী শিক্ষা
(v) শারীর শিক্ষা
(vi) বৃত্তিশিক্ষা ইত্যাদি

মাধ্যমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সুপারিশ :-

মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে সুপারিশ করার পূর্বে কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষার ত্রুটিগুলি সবার প্রথমে উল্লেখ করেন কারণ কমিশন মনে করেন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার মূল ভিত্তি হল মাধ্যমিক শিক্ষা তাই মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি ঘটাতে না পারলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার উন্নয়ন ঘটবে না

তাই কমিশন প্রচলিত মাধ্যমিক শিক্ষার যে ত্রুটিগুলি উল্লেখ করেছিলেন সেগুলি হল —

(i) প্রচলিত শিক্ষার অতি নিচুমান,
(ii) অর্থের অভাবে বহু ছাত্র ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পড়তে পাচ্ছে না,
(iii) উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব,
(iv) শিক্ষকদের বেতন খুব কম/ অল্প,
(v) অনেক শিক্ষক প্রশিক্ষনহীন,
(vi) মাধ্যমিক পাঠক্রমে বৈচিত্র্যের অভাব

উপরিউক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য কমিশন যে সকল সুপারিশগুলি করেছেন সেগুলি হল —

1. মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষাকে সম্পূর্ণ পৃথক করতে হবে,

2. ডিগ্রি কলেজ থেকে ইন্টার মিডিয়েট স্তর পৃথক করে আলাদা ইন্টার মিডিয়েট কলেজ স্থাপন করতে হবে,

3. কলেজ প্রবেশের মাপকাঠি হিসাবে মেট্রিকুলেশনের পরিবর্তে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা প্রাধান্য পাবে,

4. ইন্টার মিডিয়েট কলেজগুলি স্বাধীনভাবে পৃথক বোর্ডের দ্বারা পরিচালিত হবে,

5. ইংরেজী ও গণিত ছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা,

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশ করার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বেশ কিছু ত্রুটি উল্লেখ করে সেগুলি হল—

সমস্যা :-

i) কলেজীয় শিক্ষা মূলত তত্ত্বমূলক এখানে কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষায় কোনো আয়োজন নেই।

ii) শিক্ষাদান পদ্ধতি অসন্তোষজনক,

iii) আকর্ষণহীন বেতনের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিরা কলেজে অধ্যাপনার কাছে অনীহা প্রকাশ করে।

iv) বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কহীন শিক্ষা :- কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কহীন। এই শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ ঘটানো হত না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধান সংক্রান্ত সুপারিশ :-

উপরিউক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য স্যাডলার কমিশন যে সকল গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলি করেছেন সেগুলি হল—

i) আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ঢাকায় একটি শিক্ষণধর্মী আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে,

ii) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষণধর্মী বিশ্ববিদ্যালয় রূপে গড়ে তুলতে হবে।

iii) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ব্যবস্থা কখনই সম্পূর্ণ ভাবে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে না।

iv) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের জন্য সিনেট ও সিন্ডিকেটের পরিবর্তে প্রতিনিধিমূলক কোর্ট ও কার্যনির্বাহী সংস্থার গঠন করার সুপারিশ করা হয়,

v) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য একজন উপাচার্য নিয়োগ করতে হবে।

vi) বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র মঙ্গলের জন্য একটি ছাত্র মঙ্গল সংস্থা স্থাপন করতে হবে,

vii) শিক্ষক শিক্ষণের ক্ষেত্রে সুযোগ সৃষ্টির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় Education Department খুলতে হবে,

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO

অন্যান্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে শিক্ষার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে সুপারিশ করেছেন সেগুলি হল —

i) শিক্ষক-শিক্ষণ :-

কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণের গুরুত্ব উপলব্ধি করে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অন্তর্ভুক্তি করার সুপারিশ করেন।

ii) নারী শিক্ষা :-

নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য কমিশন সুপারিশ করেন যে 15-16 বছরের মেয়েদের জন্য পর্দা স্কুল চালু করতে হবে। মেয়েদের জন্য বিশেষ বোর্ড স্থাপন, আলাদা পাঠক্রম প্রণয়ন করতে হবে।

iii) বৃত্তিমূলক শিক্ষা :-

কমিশন সুপারিশ করেন যে প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

iv) আন্তঃ-বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠন :-

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাতে পরস্পর পরস্পরের সাথে খুব সহজে মতবিনিময় করতে পারে তার জন্য আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড গঠনের সুপারিশ করেন স্যাডলার কমিশন।

ত্রুটি

স্যাডলার কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সুপারিশ করলেও এর বেশ কিছু ত্রুটি ছিল সেগুলি হল —

i) আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলা হলেও তার জন্য অর্থের সংস্থান কীভাবে হবে তার উল্লেখ ছিল না প্রতিবেদনে।

ii) ইন্টারমিডিয়েট বোর্ড গঠনে সদস্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

iii) ডিগ্রি কোর্সকে দু বছর ~~এর~~ এর বদলে তিন বছরের কোর্স হিসাবে প্রবর্তনে নানা সমস্যা দেখা দেয়।

মূল্যায়ন

স্যাডলার কমিশন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মান উন্নয়নের সুপারিশ করলেও সামগ্রিকভাবে সেগুলি ভারতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় গুলির ক্ষেত্রে এক নতুন ইতিহাসের সূচনা করে এই কমিশনের সুপারিশ ক্রমে শিক্ষাক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়।

POCO
SHOT ON POCO M2 PRO